“ লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণে আঘাত হানার প্রয়োজন ” ,জানান পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রী শ্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া সুস্হায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির লিঙ্গ-সংক্রান্ত মাপকাঠির তথ্য প্রদান বিষয়ক জাতীয় পরামর্শদাতার উদ্বোধনে মন্ত্রী পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রী শ্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া বলেন, আচরণে পরিবর্তন আনতে বড় মাপের আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে

Posted On: 23 AUG 2017 12:28PM by PIB Kolkata

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণে আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রী শ্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া বলেন, আচরণে পরিবর্তন আনতে বড় মাপের আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। সোমবার নয়াদিল্লীতে সুস্হায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির লিঙ্গ-সংক্রান্ত মাপকাঠির তথ্য সৃষ্টি বিষয়ক জাতীয় পরামর্শসভার উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী জানান, সমাজের নানা ক্ষেত্রে বহু কুপ্রথা রোধকরার ক্ষেত্রে দেশ সাফল্যলাভ করলেও, দেশের প্রতিটি কোনায় বিকাশের সুযোগ-সুবিধাগুলি পৌঁছে দিতে এখনো বহু কাজের প্রয়োজন রয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান যে বিকাশের সুফল সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা মহিলাদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে ।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভারতের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের দিকটি খুবইবিচিত্র, কারণ দেশের কর্মরত মানুষজনের বিকাশের হার মোট জনসংখ্যাও ছাপিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, এই জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের দিকটি ২০৪০ পর্যন্ত জারি থাকবে বলে মনে করাহচ্ছে। শ্রী গৌড়া জানান, উ ৎপাদনশীল কর্ম নিয়োগ অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ-সুবিধা দারিদ্র কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মযোগ ক্ষেত্রের একটি বিশেষ চিন্তার কারণ মহিলা শ্রমজীবীদের সংখ্যা কমেছে বলে তিনি মনে করেন। এর জন্য বিশেষ কর্মকৌশল চালু করতে হবে বলে মন্ত্রী জানান।

শিক্ষার অধিকার আইন, ন্যূনতম বেতন আইন ১৯৭৩ সালের সমান পারিশ্রমিক আইন যা সমান কাজের জন্য মহিলা ও পুরুষ উভয়ের সমান বেতন প্রাপ্তি নিশ্চিত করে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

সংসদে অনুমোদিত মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা সংশোধন বিল, ২০১৬-র গুরুত্ব উল্লেখ করে শ্রী গৌড়া বলেন, বিলে মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির সময় ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে । এই আইনে, প্রথমবার, গর্ভবতী মায়েদের এবং দত্তক নেওয়া মায়েদেরকেও ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।

দুদিনের এই পরামর্শসভা সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে লিঙ্গ বৈষম্যের চিহ্নগুলি সংশোধনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ প্রদানের ফলে তথ্য ব্যবস্হাকে মজবুত করার কৌশল চিহ্নিত হবে যাতে উন্নয়নের মাত্রা নির্ণয় করা যায় এবং লিঙ্গ বৈষম্যের আঙ্গিক থেকেও মূল্যায়ন করা যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্হিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রধান পরিসংখ্যা নবিদ ও উক্ত মন্ত্রকেরসচিব ডঃ টি.সি.এ অনন্ত। তিনি বলেন, সুস্হায়ী বিকাশের লক্ষ্যগুলি রূপায়ণের কাজটি যেন সমানে চলতে থাকে এবং তার জন্য সরকারের নীতি-নির্ধারক, পরিসংখ্যানবিদ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সমানে আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয়।

(Release ID: 1500405) Visitor Counter : 3

Background release reference

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণে আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে